



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি

বিরণ 2016

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি কী?

ইহা কী ধরনের রোগ?

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি বিরল রোগ যটো মাংসপেশী এবং চামড়াকে আক্রান্ত করে। ১৬ বছর বয়সের আগে শুরু হলে এটিকে জুভনোইল বলা হয়।

ধারণা করা হয় জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি অটোইমিউন রোগের পর্যায়ে পড়ে। সাধারণত রোগ পর্তরিত্তে িধ কক্ষমতা সংকরমন পর্তরিত্তে িধে আমাদরে সাহায্য করে। অটোইমিউন রোগেরে ক্ষতেরে রোগ পর্তরিত্তে িধ কক্ষমতা বিভিন্নভাবে করিয়াশীল হয় সাধারন কেষরে উপর। রোগ পর্তরিত্তে িধ কক্ষমতার এই করিয়াশীলতা প্ৰদাহ সৃষ্টিকিরে যার ফলে কেষ ফুলে যায় এবং ক্ষতগিরস্থ হয়।

জেডেগ্রিম এর ক্ষতেরে চামড়া এবং মাংসপেশীর কষুদ্র রক্তনালী গুলো ি আক্রান্ত হয়। এর ফলে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাথার সৃষ্টিকিরে বিশেষ করে শরীর, কামড়, ঘাড় ও গলার মাংশ পেশীতে এটা হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ রোগীর চামড়ায় র্যাশ থাকে। এই র্যাশগুলো ি থাকে শরীরেরে বিভিন্ন অংশে, মুখমন্ডল, চোখেরে পাতা, আঙুলেরে গরি, হাটু এবং কনুইতে। চামড়ার র্যাশ এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা একই সাথে নাও থাকতে পারে। র্যাশগুলো ি পরে বা আগে হতে পারে। বিরল কিছু ক্ষতেরে অন্যান্য অঙগেরে কষুদ্র রক্তনালীগুলো ি আক্রান্ত হতে পারে।

শিশু কশিরে এবং প্ৰাপ্তবয়স্ক সবারই ডার্মাটোমায়োসাইটিসি হতে পারে। বয়স্ক এবং জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিসি এর মধ্যতে কিছু পার্থক্য আছে। ৩০% বয়স্ক ডার্মাটোমায়োসাইটিসি ক্যান্সারের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু জেডেগ্রিমের সাথে ক্যান্সারেরে কোন সম্পর্ক নেই।

ইহা কমন পরচলতি।

জেডেগ্রিম বাচ্চাদেরে একটি বিরল রোগ। পর্ত ১০ লক্ষে প্ৰায় ৪ জনে বাচ্চার পর্ত বছর এটা হতে পারে। ছলেদেরে চাইতে ময়েদেরে ক্ষতেরে এটা বেশী হয়। এটা শুরু হয় ৪ থেকে ১০ বছরেরে মধ্যতে, তবে যে কোন বয়সেরে বাচ্চার জেডেগ্রিম হতে পারে। বিশ্বেরে সব জায়গায় এবং সব জাতগিরে িষ্টির বাচ্চাদেরে জেডেগ্রিম হতে পারে।

এই রোগেরে কারনগুলো ি কী এবং এটা কি বংশগত? আমার বাচ্চার এই রোগটা কনে হয়েছে এবং এটা কি পর্তরিত্তে িধ করা যায়?

ডার্মাটোমায়োসাইটিসি এর পর্তকির জানা যায়নি। জেডেগ্রিম এর কারন খুজতে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকে গবষণা

হচ্ছে।

জডেগ্রিম কমে অটোইমিউন রোগ বলা হচ্ছে এবং এটা অনেক কারণে হয়। এর মধ্যে বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবক যমেন অতিবেগুনী রশ্মি এবং সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু জীবানু (ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস) ইমিউন সিস্টেমকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে। বাচ্চার জডেগ্রিম হয়েছে এরূপ কিছু পরিবার অন্যান্য অটোইমিউন রোগে ভোগে, যমেন-ডায়াবেটিস অথবা গটেবোত। যাহোক পরিবারের দ্বিতীয় সদস্যের জডেগ্রিম হওয়ার ঝুঁকি বেশী নয়।

বর্তমানে জডেগ্রিমকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তার চয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার আপনার শিশুকে জডেগ্রিম হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

এটিকি সংক্রামক?

জডেগ্রিম সংক্রামকও নয়, ছটোয়াচোও নয়।

কোনগুলো প্রধান লক্ষণ

জডেগ্রিম আক্রান্ত সবার বিভিন্ন লক্ষণ থাকে। বেশীর ভাগ শিশুর থাকে

শিশুরা প্রায়ই ক্রান্ত হয়ে যায়। তারা খুব সামান্যই ব্যায়াম করতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজগুলো তাড়েরে জন্য়ে

কঠনি হয়ে যায়।

শরীরের মাংসপেশীগুলো প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এর পাশাপাশি পিটে, পিঠি এবং ঘাড়ো। প্রকৃতপক্ষে শিশুরা অধিক

দূরত্বে হাঁটতে বা খেতে চায় না। ছোট শিশুরা বেশী সময় কলেই ঘুরতে চায়। যখন জডেগ্রিম খারাপ হতে থাকে সড়ি বয়ে ওঠা বা বছিনা থেকে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দোড়ায়। কিছু শিশুর মাংসপেশী সরু ও ছোট হয়ে যায় (বলা হয় সংকোচন)। এর ফলে আক্রান্ত হতে বা পা পুরোপুরি সোজা হয় না, কনুই ও হাঁটু বাকানো থেকে যায়। এর ফলে হাত বা পায়েরে নড়াচড়া প্রভাবিত হয়।

জডেগ্রিম এ বড় এবং ছোট উভয় গড়িতই প্রদাহ হতে পারে। এই প্রদাহের কারণে গড়ি ফুলে যায়, ব্যাথা হয় এবং

গড়ির নড়াচড়া কঠনি হয়ে যায়। চিকিৎসায় এই প্রদাহ ভাল হয় এবং গড়ি নষ্ট হয় না।

জডেগ্রিমের র্যাশগুলো মুখমন্ডলে দেখা যায় এবং চোখেরে চারপাশ ফুলে যায়। চোখেরে পাতাগুলো বেগুনী গোলাপী রং

ধারণ করে। (হলেও ট্রপ র্যাশ) গাল দুটোও লাল হয়ে যায় (মালার র্যাশ) এবং শরীরের অন্যান্য অংশ (আঙুলেরে গড়ি, হাঁটু, কনুই) ও যখনে চামড়া মেটা তাও লাল হয়ে যায় (গট্রন প্যাপুল) মাংসপেশীর ব্যাথা ও দুর্বলতার অনেকে আগই চামড়ার র্যাশ হয়। কখনো কখনো বাচ্চার নখে এবং চোখেরে পাতায় স্ফীত রক্তনালী ডাক্তার দেখতে পায়। কিছু জডেগ্রিম র্যাশ রোদে করিয়াশীল আবার কিছু কষত স্ফটিক করে।

ক্যালাসিয়াম

চামড়ার নীচে শক্ত গটেটা যটোতে ক্যালাসিয়াম থাকে তা এই রোগে পাওয়া যায়। একে ক্যালাসিনিওসিস বলে। কখনো এটা রোগে শুবুতহে পাওয়া যায়। গটেটার উপর কষত সৃষ্টি হয় যা থেকে দুধের মত তরল ক্যালাসিয়াম বড়িয়ে আসে। এটা হলে এর চিকিৎসা করা কঠনি।

ক্যালাসিয়াম

কছু শশির নাড়ীতে সমস্যা হয়। এর মধ্যে আছে পটে ব্যাথা বা শক্ত পায়খানা। কখনো পটে সমস্যা মারাতক হয় যদি নাড়ীর রক্তনালী আক্রান্ত হয়।

ক্যালাসিয়াম

মাংসপশীর কষতেরে দুর্বলতার কারণে শ্বাসেরে সমস্যা হতে পারে। এর কারণে শশির কন্ঠ পরবির্তন এমনকি খাবার গলিতেও সমস্যা হয়। কখনো কখনো ফুসফুসেরে প্রদাহ হয় যার ফলে শ্বাস কষট হয়। মারাতক কষতেরে হাঁড়েরে সঙগে সংযুক্ত সব মাংসপশী আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে শ্বাসকষট খাবার গলিতে বা কথা বলতে সমস্যা হয়। এর ফলে কন্ঠ পরবির্তন, খতে বা খাবার গলিতে সমস্যা শ্বাসকষট এগুলো গুবুত্বপূর্ণ উপসর্গ।

সব শশির কষতেরে এই রোগটিকি একই ?

রোগটির তীব্রতা এককে শশির জন্যে এককেরকম। কছু শশির শুধু চামড়া আক্রান্ত হয় কনিতু কোন মাংসপশীর দুর্বলতা থাকে না কহিবা পরীক্শা করে মাংসপশীর দুর্বলতা সামান্যই পাওয়া যায়। অন্য শশিদরে শরীরেরে বিভিন্ন অংশে যমেন চামড়া, মাংসপশী, গরি, ফুসফুস ও নাড়ী আক্রান্ত হয়।